International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-XI, Issue-IV, July 2025, Page No. 712-718
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss. v11.i4.099

সমতা প্রসঙ্গে জন রলস ও অমর্ত্য সেন: একটি তুলনামূলক আলোচনা

রুবাই কুণ্ডু
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 19.07.2025; Accepted: 21.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Being equal is getting equal rights, equal opportunities and equal status, primarily, if we stick to social equality of humans, which is our intention, or our limitation of interest here. It emphasises providing the same resources and chances to everyone, regardless of their backgrounds or circumstances. These can involve legal protections, access to public goods, and equal treatment in various aspects of life. The concept of equality is interpreted, deliberated as well by many philosophers. John Rawls' theory of justice emphasis upon the concept of justice as fairness, advocating for a society that reconciles liberty and equality. He upheld two main principles: the equal liberty principle and the difference principle combined with fair equality of opportunity. These principles, chosen under a "veil of ignorance", aim to establish a just and stable social structure. On the other hand, Amartya Sen's concept of equality centers around the idea of "basic capability equality", which emphasizes ensuring everybody has the opportunity to acquire fundamental capabilities like good health, education, and economic security. He proclaimes that true equality is not just about equal resources or outcomes, but about enabling individuals to have the freedom and capacity to pursue the lives they value. The following article is a detailed review of the views of Rawls and Amartya Sen on equality.

Keywords: Equality, Egalitarianism, Impartiality, Basic Good, Capability, *n*-tuple

সমতার ধারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও নৈতিক আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। সমতা বলতে ঠিক কি বোঝায় তা বহুলাংশেই অনির্ধারিত রয়ে গিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তায় সমতা বলতে একথাই বোঝায় যে সকল মানুষ হল সমান। কেউ কেউ মনে করেন সমতা হল বিবেচনার অভিন্নতা বা একরূপতা। অধ্যাপক আরনেস্ট বার্কার সমতা বলতে বুঝিয়েছেন এমন এক সম-রেখাকে যেখান থেকে আমরা সামনে এগোনোর জন্য দৌড় শুরু করতে পারি। কাজেই তাঁর মতে সমতা সমাপ্তি নয়, তা প্রারম্ভ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "সাম্য" নামক প্রবন্ধে সমতা বলতে অধিকারের সমবন্টনের কথা বলেছেন। অধ্যাপক এইচ. যে. ল্যাস্কি তাঁর 'A Grammar of Politics 'গ্রন্থে সমতার ধারণা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, সমতা হল বিশেষ সুযোগের অনুপস্থিতি, সকলের সমান পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার উন্মুক্তি।

কেবলমাত্র সমতার সংজ্ঞা বা স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ আছে এমন নয়। সমতা বাস্তবে সম্ভব কিনা, বাস্তব জীবনে সমতা থাকা উচিত কিনা- এসব বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেও বিতর্ক রয়েছে। সমতার সম্ভাব্যতা কিংবা কাম্যতা বিষয়ে সন্দেহ, বিতর্ক মতবিরোধ রয়েছে ঠিকই কিন্তু তা সত্ত্বেও সমতার ধারণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক তথা রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়, কারণ এই ধারণা ও আদর্শটির সাথে অন্য অনেক ধারণা ও আদর্শ যেমন ন্যায়বিচারের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। ন্যায়বিচারের অন্যতম একটি মৌলিক নীতি হল সাম্য। সমতার আলোচনা বন্টনমূলক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সমতার আলোচনার প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রথমেই উপস্থাপিত হয় 'কিসের সমতা?' নরম্যান ড্যানিয়েলস তাঁর Equality of What: Welfare, Resources, or Capabilities? নামক

প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে সমবন্টনবাদীদের মূলত তিন ধরনের মতামত তুলে ধরেন- i) প্রথমত, কল্যাণের জন্য সমস্ত মানুষকে সমভাবে সুযোগ দানের কথা বলা হয়। রিচার্ড আর্নেসন এবং জি. এ. কোহেন এই পন্থার সমর্থক; ii) দ্বিতীয়ত, কল্যাণের সমতা মতের সমালোচনা পূর্বক সংসাধনের সমতার কথা বলেন রোলান্ড ডোয়রকিন এবং প্রাথমিক দ্রব্যের সমতার কথা বলেন জন রলস; iii) তৃতীয়ত, অমর্ত্য সেন মনে করেন সমবন্টনের মূল হল সক্ষমতা। অমর্ত্য সেন পূর্ববর্তী দুটো মতই বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

১৯৭১ সালে প্রকাশিত জন রলসের *A Theory of Justice* ও *Justice as Fairness: A Restatement* নামক গ্রন্থে সমতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। রলসের তত্ত্বের একটি মূল ধারণা হল ন্যায্যতাকে দেখতে হবে সমদর্শিতার দাবির ভিত্তিতে। সমদর্শিতার ধারণাটি তার তত্ত্বের ভিত্তি স্থানীয় ধারণা রূপে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ আগে সমদর্শিত ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করে তার ভিত্তিতে ন্যায্যতার আদর্শ ও সূত্রগুলি নির্মাণ করা হয়। রলসের বক্তব্য, ন্যায্যতার অন্বেষণ কে সমদর্শিতার ধারণাটির সঙ্গে অন্বিত করতেই হবে, কোন এক অর্থে সমদর্শিতার ধারণা থেকেই ন্যায্যতা ধারণায় পৌঁছতে হবে। এখন প্রশ্ন, সমদর্শিতা মানে কি? এই মৌলিক ধারণাটিকে নানাভাবে রূপায়িত করা যায়। কিন্তু যেভাবেই দেখি, এর প্রধান দাবি এই যে, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার মূল্যায়নে নিষ্পক্ষ হতে হবে, অন্যদের স্বার্থ এবং সমস্যার কথা খেয়াল রাখতে হবে: বিশেষ করে নিজের কায়েমি স্বার্থ, অগ্রাধিকার, অযৌক্তিক চিন্তা বা সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হলে চলবে না। সামগ্রিকভাবে এটা নিষ্পক্ষতার দাবি। ন্যায়ের নীতি বিষয়ক আলোচনাকালে রলস বলেন যে, একটি গোষ্ঠীর নির্বাচিত নীতিগুলি তখনই ন্যায়ের নীতি হবে যদি সেই নীতিগুলি এমন অবস্থায় বেছে নিতে হয় যখন আমরা একটি অবিদ্যার আবরণের অন্তরালে থাকি। সেই আবরণের আড়ালে থেকেই কাঙ্খিত বিকল্পটি চয়ন করতে হবে। এই অবস্থায় আমরা জানি না, আমাদের সামাজিক অবস্থান কী, আমরা কোন সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বা আমাদের সামাজিক মর্যাদা কী। আমরা জানি না, কী স্বাভাবিক প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা ও সৌভাগ্য নিয়ে আমরা জন্মেছি, কী আমাদের দৈহিক শক্তি, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব। আমরা পুরুষ না নারী তাও জানি না, জানি না আমরা কোন নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ব্যক্তিগত শুভ সম্বন্ধে আমরা কোন ধারণা গ্রহণ করব এবং আমাদের মানসিক প্রবণতা কী তা-ও আমাদের অজানা। রলস যেগুলিকে সামগ্রিক পছন্দ বলেন। এক কথায়, যা আমরা ভাগ্যক্রমে পাই অর্থাৎ প্রকৃতিগত ভাবে যা পেয়েছি সেই সমস্ত বিষয় আমাদের অজ্ঞাত থাকতে হবে। এই ধরনের অবিদ্যার আবরণের মধ্যে নীতিগুলি নির্বাচন করলে আমি এমন নীতি নির্বাচন করব, যা সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে অধিক সহায়ক হবে। এই অবস্থায় স্বীকৃত নীতিগুলি কাউকে বঞ্চনা করবে না, সমদর্শী হবে এবং তাদেরই ন্যায়ের নীতি বলা হবে। বলা বাহুল্য, বাস্তবক্ষেত্রে কেউই এই নীতি নির্বাচনের সুযোগ পান না। আসলে কী কী যুক্তি দিয়ে ন্যায়ের নীতিগুলি সমর্থিত হবে তা সরল ও উজ্জ্বলভাবে বোঝাবার জন্যই রলস এই ধরনের এক কাল্পনিক অবস্থার কথা বলেছেন। নীতি নির্বাচনের আগে আমি যদি জানি যে, আমি ধনী ব্যক্তি তবে ধনের ওপর কর বসিয়ে নির্ধনের বা বেকারের ভাতার ব্যবস্থা করতে রাজী হব না। নির্ধনেরাও নিজের অবস্থা জানলে উল্টোটা চাইবেন। কিন্তু আসলে আমার অবস্থা কী হবে তা জানা না থাকলে আমরা এক সমদর্শীনীতি গ্রহণ করব, যা উভয়ের প্রতিই সুবিচার করবে। বন্টনের নীতিগুলি এমন অবস্থায় নির্ধারিত হচ্ছে যেখানে সকলে সমান। এই অবস্থায় যে নীতিগুলি গ্রহণযোগ্য হয় সেগুলিই ন্যায় বিচারের নীতি।[১]

রলস তার *A Theory of Justice* - গ্রন্থে দাবি করেছিলেন, আদি অবস্থায় ন্যায্যতার একটিমাত্র সূত্রাবলিই উদ্ভূত হবে। পরবর্তী কালে তিনি এই দাবি অনেকটাই পরিত্যাগ করেন। বস্তুত, *A Theory of Justice* ও *Justice as Fairness: A Restatement* -এ তিনি লেখেন, আদি অবস্থায় বহু রকমের দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে, এবং তাদের প্রত্যেকটি থেকে ন্যায্যতার এক একটি ধারণার সমর্থন পাওয়া সম্ভব। Political Liberalism গ্রন্থে রলস বলেন, আদি অবস্থায় যে সূত্রগুলি ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে সেগুলি এই রকম:

১) প্রত্যেক ব্যক্তির এমন একটি সম্পূর্ণ আয়োজনে সমান অধিকার থাকতে হবে, যেখানে সকলে সমান মৌলিক স্বাধিকার ভোগ করে এবং যা সকলের একই স্বাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২) সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসাম্য থাকতে পারে দুটি শর্ত সাপেক্ষে। এক, সেই অসমতা এমন পদ বা অবস্থার ফল হিসেবে ঘটবে, সকলের সামনে যে পদ বা অবস্থায় পৌঁছনোর সমান সুযোগ আছে। দুই, সেই অসমতার ফলে যেন সমাজের সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের সবচেয়ে বেশি উপকার হয়।[২]

লক্ষণীয়, রলস ন্যায্যতার যে সূত্রগুলি চিহ্নিত করেছেন, তার মধ্যে স্বাধিকারকে প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (প্রথম সূত্র); প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাধিক স্বাধিকারই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতাসহ অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় সূত্র দাবি করে যে, কিছু সাধারণ সুযোগে সবাই যেন সমান ভাবে পায় এবং কিছু প্রাথমিক দ্রব্যের বন্টনে সমতা থাকে। দ্বিতীয় সূত্রের প্রথম অংশে বলা হয়েছে, সামাজিক মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন হতে হবে যাতে সর্বজনীন সুযোগগুলি সকলে সমান ভাবে পেতে পারে, জাতি বর্ণ ধর্ম বা অন্য কোন কারণে কেউ যেন সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় বা কারো সুযোগ যেন খর্বিত না হয়। এই সূত্রের দ্বিতীয় অংশটি 'পার্থক্য সূত্র' নামে অভিহিত। এই সুত্রে বণ্টনের সমদর্শিতা এবং সম্পদ ব্যবহারের সামগ্রিক কুশলতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই অংশের প্রধান দাবি; সমাজের সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় থাকা মানুষদের যাতে যথাসম্ভব মঙ্গল হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

সম্পদ বণ্টনের সমতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রলস 'প্রাথমিক দ্রব্য'র একটি সূচক ব্যবহার করেছেন। প্রাথমিক দ্রব্য হল এমন নানা সাধারণ উপকরণ, যা দিয়ে নানা ধরনের উদ্দেশ্য পূরণ করা যায়, সেইসব অভীষ্ট যা আমরা অন্য যা কিছু চাই না কেন, তা চাইবই (মানুষের নানা ধরনের প্রয়োজন থাকে, সেই সব প্রয়োজন পূরণে কাজে লাগে, এমন যে কোনও সম্পদই প্রাথমিক দ্রব্য হিসাবে গণ্য হতে পারে)। রলসের ধারণায় 'অধিকার, স্বাধিকার এবং সুযোগে, আয় ও বিত্ত এবং আত্মসম্মানের সামাজিক ভিত্তি'র মতো বিষয়গুলিও প্রাথমিক দ্রব্য বলেই বিবেচিত হয়। স্বাধীনতা, সুযোগ, আয় ও সম্পদ এবং আত্মমর্যাদাবোধের উপায় ইত্যাদি- এসব প্রাথমিক দ্রব্যের সমানভাবে বন্টন করতে হবে। লক্ষণীয়, এখানে স্বাধিকারকে প্রাথমিক দ্রব্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, আয় বা বিত্তের মতো অন্য জিনিসগুলির পরিপূরক হিসাবেই। সামাজিক সুবিধা সমাজের সকলের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে, সেই জন্য সুবিধা বন্টনের সময় প্রত্যেকের শ্রীবৃদ্ধি করে সমাজের গণতান্ত্রিক সাম্যের দিকে এগোনোই রলসের উদ্দেশ্য।

বণ্টনের প্রশ্নে রলস কোন কোন বিষয়কে তার কাঠামোয় স্থান দিচ্ছেন, সেটা তাৎপর্যপূর্ণ। তেমনই লক্ষণীয়, এমন কিছু বিষয়কে তিনি নিজের তাত্ত্বিক কাঠামো থেকে বাদ দিয়েছেন, যেগুলিকে অন্য তাত্ত্বিকরা গুরুত্ব দেন। বস্তুত রলস কোন কোন বিষয়ের সরাসরি মূল্যায়ন করছেন না, সেটা খেয়াল করাও খুবই জরুরি। যেমন, যোগ্যতা ও প্রাপ্যের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত স্বত্বের ভিত্তিতে, কিংবা সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে যে সব দাবি পেশ করা হয়, সেগুলিকে তিনি গুরুত্ব দেননি।

রাজনৈতিক দর্শনের কিছু মান্য দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনযাপনের উপকরণ- নির্ভরশীলতার ওপর যে জোর দেওয়া হয়ে থাকে, অমর্ত্য সেন সেখান থেকে অনেকটা সরে আসেন। সমতার বন্টন সংক্রান্ত বিষয়গুলির মূল্যায়নে রলস দৃষ্টি নিবন্ধ করছেন 'প্রাথমিক দ্রব্য'র উপর। প্রাথমিক দ্রব্যগুলির মধ্যে পড়ে নানাবিধ সবার্থসাধক উপকরণ, যথা- আয় ও সম্পদ, সরকারি আধিকারিকদের ক্ষমতা ও বিশেষাধিকার, আত্মমর্যাদা সামাজিক ভিত্তি ইত্যাদি। অমর্ত্য সেন তার Equality of What? নামক প্রবন্ধে রলসের বিরোধিতা করে বলেন প্রাথমিক দ্রব্যগুলির নিজস্ব কোন মূল্য নেই; কিন্তু এইগুলি নানা মাত্রায় এমন কিছু অর্জন করতে সাহায্য করে, যেগুলি আমাদের কাছে প্রকৃত অর্থেই মূল্যবান। প্রাথমিক দ্রব্যগুলি বড় জোর মানবজীবনের কিছু মূল্যবান প্রাপ্তির উপায়মাত্র। কিন্তু রলস সমতার দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলিকেই বন্টনের প্রাথমিক সূচক মনে করেন। অমর্ত্য সেনের মতে রলস একপ্রকার বস্তুপ্রীতিবাদ(Fetishism) করেছেন।[৩] একই কথা অ্যারিস্টটলও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। *Nicomachean Ethics*- গ্রন্থে তিনি বলেন, সম্পদ এমন কিছু নয় যা নিজগুণেই মূল্যবান। সম্পদের সাহায্যে আমরা জীবনযাত্রার কী মান অর্জন করতে পারি, সেটা মোটেই সম্পদের পরিমাণ দিয়ে সব সময় বোঝা যায় না। ধরা যাক, এক জন ব্যক্তি বিপুল আয় করেন, কিংবা তার বিপুল সম্পত্তি, কিন্তু তিনি ভয়ানক ভাবে কর্মক্ষমতারহিত। এখন আয় বা সম্পদ আছে বলেই যে তিনি তার সুস্থ সবল প্রতিবেশীর তুলনায় ভাল অবস্থায় থাকবেন, এমনটা ধরে নেওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে, একজন ধনী কিন্তু কর্মক্ষমতাহীন ব্যক্তি যতটা সীমাবদ্ধতার শিকার হন, শারীরিক প্রতিবন্ধহীন কোনও দরিদ্র ব্যক্তি তা না-ও হতে পারেন।

অমর্ত্য সেনের মতে রলস মানুষের কি সুযোগ আছে সেটা নির্ধারণ করছেন তার হাতে কি উপকরণ আছে তার ভিত্তিতে। তিনি এটা হিসাবের মধ্যে নেননি যে, সেই উপকরণ তথা প্রাথমিক দ্রব্যকে সুযোগে রূপান্তরিত করার

সামর্থ্যে একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিস্তর তফাত থাকতে পারে। যেমন-

প্রথমত, বয়স, লিঙ্গভেদ, শারীরিক অক্ষমতা, অসুস্থ থাকার প্রবণতা ইত্যাদির বিচারে বিভিন্ন মানুষের দেহগত বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম। এর ফলে তাদের চাহিদার মধ্যেও বিপুল পার্থক্য থাকে। যেমন, একই ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির জন্য এক জন অপেক্ষাকৃত সুস্থ ব্যক্তির যতটা আয়ের দরকার, এক জন অসুস্থ বা অক্ষম ব্যক্তির তার চেয়ে বেশি আয়ের প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের সাহায্যে কত দূর পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে, তা জলবায়ুসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, যথা, তাপমাত্রার তারতম্য, বন্যার প্রকোপ, ইত্যাদির উপরও নির্ভর করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ অপরিবর্তনীয় নয়; সমষ্টিগত প্রয়াসে তার উন্নতি হতে পারে, আবার দূষণ বা অতিব্যবহারে তার অবনতি হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণেও আয় ও সম্পদকে জীবনের গুণমানে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অভিন্ন নয়।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত সংসাধনকে জীবনযাত্রার করণভবনে রূপান্তরের কাজটি সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারাও প্রভাবিত হয়। এর মধ্যে পড়ে, জনস্বাস্থ্য পরিষেবা ও মহামারি প্রতিরোধ, জনশিক্ষা ব্যবস্থা, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অপরাধ ও হিংসার প্রকোপ ইত্যাদি। বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা ছাড়া সামাজিক সম্পর্কও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার সার হল- অমর্ত্য সেনের মতে, একই আয় এবং অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও একজন প্রতিবন্ধী মানুষের সুযোগ একজন শক্ত সমর্থ মানুষের চেয়ে কম হবে এটা স্বাভাবিক। কিংবা একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীর পুষ্টির বাড়তি প্রয়োজন থাকবে। প্রাথমিক দ্রব্যকে সুবিধায় রূপান্তরিত করা সামর্থ্য কার কতটা আছে সেটা কিছুটা জন্মগত ব্যাপার তেমনি কিছুটা পরিবেশগত ব্যাপার। এই কারণেই অমর্ত্য সেনের মতে সমতার ক্ষেত্রে প্রাথমিক দ্রব্যের উপর দৃষ্টি সীমিত না রেখে যাচাই করে দেখা দরকার, প্রকৃতপক্ষে কে কতটা স্বক্ষমতা এবং সক্ষমতা পাচ্ছে। অর্থাৎ প্রাথমিক পণ্য ব্যবহার করে একজন মানুষের কি সামর্থ্য দাঁড়াচ্ছে সেটার উপরই নজর দেওয়া উচিত।

অমর্ত্য সেন বলেন, ন্যায্যতার সূত্রাবলি প্রাথমিক দ্রব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও অন্যত্র রলস সাধারণ মানুষের সংসাধন নির্ভর প্রক্রিয়াটির সংশোধনের উপর জোর দিয়েছিলেন, রলস সুযোগ বঞ্চিতদের প্রতি সহমর্মী ছিলেন। যদিও এক্ষেত্রেও অমর্ত্য সেন প্রশ্ন তোলেন রলস এর সংশোধন প্রক্রিয়া পূর্বোক্ত সমস্যাগুলি দূর করার পক্ষে আদৌ কি যথেষ্ট?

বস্তুত, রলস অক্ষমতা, প্রতিবন্ধ ইত্যাদি বিশেষ চাহিদার জন্য বিশেষ সংশোধনীর পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও এটি তার ন্যায্যতা সংক্রান্ত সূত্রাবলির অংশ হিসাবে স্থান পায়নি। তার তাত্ত্বিক পরিসরে সমাজের ‘বুনিয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির ‘সাংগঠনিক পর্ব’য় এই সংশোধনগুলি গৃহীত হয় না; তা স্থান পায় পরবর্তী পর্বে, প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবহারের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ‘আইন প্রণয়নের পর্ব’তে। এর থেকে তার প্রসারিত উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু আমাদের যে কথাটি জানতে হবে তা হল, রলসের ন্যায্যতার সূত্রাবলিতে সংসাধন ও প্রাথমিক দ্রব্যের ব্যবহারের উপর ঐকান্তিক জোর দেওয়ার ফলে যে সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়, পূর্বোক্ত সংশোধন প্রক্রিয়া কি সেটি দূর করার পক্ষে যথেষ্ট?

প্রাথমিক দ্রব্যের মানদণ্ডকে রলস যে বিরাট প্রাধান্য দেন, তাতে একটি সত্য অনেকাংশে অবহেলিত হয়, সেটা এই যে, আয় ও সম্পদের মতো সাধারণ সংসাধনগুলিকে সক্ষমতায় রূপান্তরিত করার সুযোগ নানা কারণে বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কারণগুলির মধ্যে পড়ে ব্যক্তিগত চরিত্র, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব, আপেক্ষিক বঞ্চনা (যখন এক ব্যক্তির প্রাপ্ত সুযোগ অন্যদের তুলনায় তার আপেক্ষিক অবস্থার উপর নির্ভর করে) ইত্যাদি। এই পার্থক্যগুলি শুধুমাত্র বিশেষ চাহিদা হিসাবে যে বিষয়গুলিকে দেখা হয় তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের অবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতির ব্যাপক ভিন্নতাকে প্রতিফলিত করে— সেই ভিন্নতা ছোট, বড় বা মাঝারি, নানা আকারের হতে পারে। রলস অবশ্য তার বহুস্তরীয় ন্যায্যতা-তত্ত্বের কাহিনি নিয়ে অগ্রসর হতে হতে একটা ধাপে পৌঁছে বলেছেন, বিশেষ চাহিদা’র জন্য শেষ পর্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থা উদ্ভূত হবে (যেমন, যাঁরা দৃষ্টিহীন, বা

অন্য কোনও ভাবে অ-কর্মক্ষম, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা)। এই ভাবনা নিশ্চয়ই সুযোগবঞ্চিতদের প্রতি তার গভীর মনোযোগের প্রমাণ। কিন্তু যে ভাবে তিনি এই ব্যাপক সমস্যার আলোচনা করেন, তার পরিধি সীমিত। কারণ-
প্রথমত, এই সংশোধনী ব্যবস্থাগুলি যতটাই রাখা হোক, সেগুলির দেখা পাওয়া যায় রলসীয় ন্যায্যতার সূত্র অনুযায়ী বুনিয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মিত হওয়ার পরই। এই বুনিয়াদি প্রতিষ্ঠানগুলির নির্মাণ 'বিশেষ চাহিদা'র দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হয় না (পার্থক্য সূত্রের বিধান মেনে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি নির্মাণে প্রধান ভূমিকা নেয় আয় ও বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়গুলি)।

দ্বিতীয়ত, পরবর্তী পর্বে যখন বিশেষ চাহিদার প্রতি নজর দেওয়া হয়, তখনও সংসাধনকে সক্ষমতায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে ব্যাপক পার্থক্য থাকে সেগুলির দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করা হয় না। সহজেই চিহ্নিত করা যায় এমন প্রতিবন্ধগুলিকে (যথা- অন্ধত্ব) অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কিন্তু নানা ভাবে গড়ে ওঠা প্রভেদ (যেগুলি অসুস্থতার প্রবল সম্ভাবনা, আরও ক্ষতিকর সংক্রামক ব্যাধির পরিবেশ, বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা, ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত) সামাজিক ব্যবস্থা ও সামাজিক উপলব্ধিগুলি নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করে, এবং এই চিন্তার জন্য করণভবন ও সক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞানভিত্তিও বিশেষ জরুরি হয়ে ওঠে— প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন এবং সেগুলি যাতে যথেষ্ট মানবিক ও সহানুভূতিশীল যুক্তিপ্রয়োগের দ্বারা কাজ করে, উভয় দিক দিয়েই জরুরি।

অমর্ত্য সেন মনে করেন, পার্থক্য সূত্র'য় রলস ন্যায্যতার সূত্রাবলিকে প্রাথমিক দ্রব্য সম্পর্কিত জ্ঞানভিত্তির উপর দাঁড় করান। এর ফলে তিনি বণ্টনের সমদর্শিতার জন্য 'ন্যায্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে প্রাথমিক দ্রব্যকে ভিত্তি হিসাবে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু মুশকিল হল, প্রতিষ্ঠান বিষয়ে পথনির্দেশ করার সম্পূর্ণ ভার নেওয়ার পক্ষে প্রাথমিক দ্রব্যের দৃষ্টিভঙ্গিটি বেশ দুর্বল।

অমর্ত্য সেনের মতে, সমবন্টনের মূল হল সক্ষমতা বা সামর্থ্য। অমর্ত্য সেনের সক্ষমতার ধারণা বুঝতে গেলে স্বক্ষমতা ও সক্ষমতা ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ বোঝা আবশ্যিক। স্বক্ষমতা হল ব্যক্তি যে লক্ষ্যকে মূল্যবান বলে মনে করে, সেই লক্ষ্য অর্জন করার সুযোগ। স্বক্ষমতা বৃদ্ধির অর্থ আমরা যে লক্ষ্যকে মূল্য দিই, সেই লক্ষ্য অর্জন করার সুযোগ বেশি করে পাই। এর ফলে, আমরা যে ভাবে বাঁচতে চাই সে ভাবে বাঁচতে পারি এবং যে লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে চাই সেগুলিকে এগিয়ে নিতে পারি। আমরা সেটাকে মূল্যবান মনে করি, সেই লক্ষ্য অর্জনের সক্ষমতা কতটা বাড়ছে, স্বক্ষমতার এই দিকটা তার সঙ্গেই সম্পর্কিত। কোন প্রক্রিয়ায় সেটা অর্জিত হচ্ছে, তা দেখা হয় না। দ্বিতীয়ত, কোন প্রক্রিয়ায় আমরা বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে থেকে একটি অবস্থাকে বেছি নিচ্ছি, স্বক্ষমতার মূল্যায়নে সেটাও বিবেচনা করতে পারি। প্রথমটি স্বক্ষমতার 'সুযোগের দিক' এবং দ্বিতীয়টি স্বক্ষমতার 'প্রক্রিয়ার দিক'। সক্ষমতার ধারণা স্বক্ষমতার 'সুযোগের দৃষ্টিকোণ' -এর সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত।

অমর্ত্য সেন *The Idea of Justice* নামক গ্রন্থে সক্ষমতা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কোন ব্যক্তি নিজে যা মূল্যবান বলে মনে করেন সেটা করার সুযোগ তার কাছে আছে কিনা সেটাই সক্ষমতা। সক্ষমতার দুটি দিকের কথা অমর্ত্য সেন তুলে ধরেন-

প্রথমত, সক্ষমতা দৃষ্টিকোণ ব্যক্তির সামগ্রিক সুযোগপ্রাধান্য বিচার করার জন্য জ্ঞানভিত্তির প্রতি নজর দেওয়ার উপর জোর দেয়, কিন্তু সেই জ্ঞানকে কী ভাবে ব্যবহার করা হবে। সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সূত্র উপস্থিত করে না। বাস্তবে, যে সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হচ্ছে (যেমন, দারিদ্র, অক্ষমতা বা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা) সেগুলিকে নানা ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে; কার্যক্ষেত্রে কী ধরনের তথ্য ও জ্ঞানভিত্তি পাওয়া যাচ্ছে। তার উপরেও সেই জ্ঞানের ব্যবহার নির্ভর করে। সক্ষমতার দৃষ্টিকোণ হচ্ছে একটা সাধারণ দৃষ্টিকোণ, যা ব্যক্তিবিশেষের সুযোগপ্রাধান্য সম্পর্কে জ্ঞানকে গুরুত্ব দেয়, কিন্তু সমাজ কী ভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট সুপারিশ করে না। সক্ষমতার দৃষ্টিকোণকে ব্যবহার করে সামাজিক মূল্যায়নের কাজে মার্থা নুসবাম ও অন্যান্যরা সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। এই সব কাজ যে জ্ঞানভিত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে, কাজগুলির সামগ্রিকতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকে তার থেকে আলাদা করতে হবে।

সক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সামাজিক বৈষম্য এবং সক্ষমতার অসাম্য প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, কিন্তু শুধু এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভবিষ্যৎ কর্মনীতি সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট সূত্র পাওয়া যায় না। সক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে

আলোচনা করার অর্থ এই নয় যে, আমাদের সবাইকে এমন সামাজিক কর্মনীতির পক্ষে দাড়াতেই হবে, যা সকলের সক্ষমতা সমান করে দিতে চায়, সেই কর্মনীতির অন্যান্য তাৎপর্য যা-ই হোক না কেন। তেমনই, সমাজের সামগ্রিক প্রগতি বিষয়ে আলোচনা করার সময় সক্ষমতার দৃষ্টিকোণ অবশ্যই সমাজের সব সদস্যের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দেবে, কিন্তু সামগ্রিক সক্ষমতা ও সক্ষমতার বণ্টনের মধ্যে যে সংঘাত দেখা যায়, তা দূর করার কোনও নকশা উপস্থিত করবে না। তা সত্ত্বেও সক্ষমতা-ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানভিত্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হলে কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং কী ধরনের জ্ঞান ব্যবহার করা হবে, সে বিষয়ে মূল্যবান পথনির্দেশ পাওয়া যায়, কর্মনীতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও যথাযথ জ্ঞানের সন্ধান করা যায়। সমাজ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল্যায়নে জ্ঞানভিত্তির একটা বড় ভূমিকা থাকে। এটাই সক্ষমতার দৃষ্টিকোণের প্রধান অবদান।

দ্বিতীয়ত, সক্ষমতার দৃষ্টিকোণে আমাদের জীবনের বহুবিধ দিকের উপর জোর দেওয়া হয়। মানবজীবনে নানা রকমের বিষয়কে আমরা গুরুত্ব দিই। যেমন- পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া, অকালমৃত্যু এড়ানো, জনজীবনে অংশগ্রহণ করা, নিজের কাজ সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করার জন্য দক্ষতার বিকাশ ঘটানো। আমরা যে সক্ষমতা নিয়ে চিন্তিত, তা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের করণভবনকে সমন্বিত করার ক্ষমতা, যেগুলোকে আমরা পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

সক্ষমতার দৃষ্টিকোণ সামগ্রিক ভাবে মানবজীবনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, কেবলমাত্র কিছু সুযোগপ্রদায়ী বস্তুর- যেমন অর্থশাস্ত্রে যেগুলোকে সাফল্যের প্রধান মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয় সেই আয় বা পণ্যসামগ্রীর উপর নয়।[৪] প্রকৃতপক্ষে, এই দৃষ্টিকোণে জীবনধারণের উপকরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে জীবনের প্রকৃত সুযোগের উপর জোর দেওয়া হয়। এখানে উপকরণ-কেন্দ্রিক মুল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে আসা হয়। উপকরণ-কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে জোর দেওয়া হয় জন রলস যেগুলোকে প্রাথমিক দ্রব্য বলেছেন সেই আয়, সম্পদ, সরকারি আধিকারিকদের ক্ষমতা ও বিশেষাধিকার, আত্মমর্যাদার সামাজিক ভিত্তি ইত্যাদির উপর।

কেবলমাত্র সংসাধন থাকলেই বিকাশ হবে না জনগণের সেই সংসাধন ব্যবহারের ইচ্ছা থাকতে হবে এবং সামর্থ্য থাকতে হবে। যেমন- সাইকেল একটা সংসাধন কিন্তু সেই সাইকেলকে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাই বিকাশ নির্দেশ করবে। যেমন- কেউ সাইকেল ব্যবহার করে খেলার জন্য, কেউ যাতায়াতের জন্য, কেউবা সাইকেলের মাধ্যমে ফেরি করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। অমর্ত্য সেনের মতে সবার মধ্যে সঠিক সামর্থ্যের বন্টন করতে হবে এবং তার মাধ্যমেই ব্যক্তি বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য বুঝতে পারবে যা বিকাশের সহায়ক হবে।

অমর্ত্য সেনের মতে প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ বড়জোড় মানব জীবনের লক্ষ্য অর্জনের উপায় এবং যুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সক্ষমতার দিকে দৃষ্টি ফেরানোর পদ্ধতি যে অনেক বেশি সার্থক এবং গঠনমূলক হতে পারে, সেটা বোঝা কঠিন নয়। যেমন কোন ব্যক্তির আয় বেশি হতে পারে, কিন্তু তিনি যদি লাগাতার রুগ্ন থাকেন । কোনও গুরুতর দৈহিক প্রতিবন্ধের শিকার হন তা হলে শুধু আয় বেশি বলে তাঁকে সুবিধাভোগী বলা যাবে না। তাঁর জীবনধারণের উপায়ের (অর্থাৎ আয়ের সাচ্ছল্য থাকতে পারে, কিন্তু তিনি যে ভাবে জীবন কাটাতে চান, অসুস্থতা বা। অক্ষমতার কারণে সে ভাবে তা পারছেন না। তিনি কী ভাবে সুস্বাস্থ্য অর্জন করতে বা প্রতিবন্ধ কাটিয়ে উঠতে পারেন, এবং কী ভাবে নিজের পছন্দসই জীবনযাপন করতে পারেন, সেটাই এখানে বিচার্য। সন্তোষজনক ভাবে জীবন কাটানোর জন্য যে সব উপায় বা উপকরণের প্রয়োজন, তারা নিজে থেকে সুন্দর জীবন এনে দেয় না। এটা উপলব্ধি করলে আমরা মূল্যায়ন পদ্ধতিকেও সম্প্রসারিত করতে পারি। এখানেই সক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাত্রা শুরু হয়।

এ প্রসঙ্গেই অমর্ত্য সেন একটি গাণিতিক ধারণা এন- টুপল(n-tuple) -এর অবতারণা করেন।[৫] এন- টুপল হল n সংখ্যক পদের একটি অনুক্রম, যেখানে n একটি অঋনাত্মক পূর্ণসংখ্যা। বিভিন্ন সুবিধা বা সুযোগগুলি যদি এন-টুপলের মতো করে সাজানো যায়, তাহলে প্রতিটা এন- টুপলের মধ্যে বিভিন্ন সুযোগের বিন্যাস থাকবে। যেন সুযোগগুলি এন- টুপলের এক একটি অংশ। কোন প্রজাতির সদস্য তার পছন্দ অনুযায়ী ও অবস্থা অনুযায়ী যেকোনো একটি টুপল বাছতে পারবেন। টুপলগুলি এমনভাবেই সাজানো হবে যাতে একটি টুপলের মধ্যে উপাংশগুলির অনুচিত সহাবস্থান না হয়। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন একাধিক বাছাই পাচ্ছে তা তার সক্ষমতার সর্বোত্তম রূপ দিতে পারবে। অর্থাৎ অমর্ত্য সেন কেবল সামর্থ্যর সমবন্টনের কথা বলেননি তিনি সামর্থ্য প্রসারের ওপরেও জোর দেন যার মাধ্যমে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভ হবে বলে তিনি মনে করেন।

উপরোক্ত আলোচনায় সমতা বিষয়ে জন রলস ও অমর্ত্য সেনের মতবাদের একটি তুলনামূলক চিত্র ফুটে উঠলো যেখানে লক্ষ্য করা গেল, রলস সমতার ব্যাখায় প্রাথমিক দ্রব্যগুলির ওপর জোর দেন এবং তিনি দুটি মূল নীতি প্রস্তাব করেন: সমান স্বাধীনতার নীতি ও পার্থক্য নীতি। অপরদিকে অমর্ত্য সেন সমতার প্রসঙ্গে প্রাথমিক দ্রব্যের উপর দৃষ্টি সীমিত না রেখে ব্যক্তির সক্ষমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তিনি কেবল সামর্থ্যর সমবন্টনের কথা বলেননি বরং সামর্থ্য প্রসারের ওপরেও জোর দেন।

তথ্যসূত্র:

১. Rawls, John. 1993. *Political liberalism*. New York: Columbia University Press: 291.
২. Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press: 17.
৩. Sen, Amartya. 1980. 'Equality of what?', in *The Tanner Lecture on Human Values.* ed. S.M. McMurring, Cambridge: Cambridge University Press. page 363.
৪. Sen, Amartya. 2009. *The Idea of Justice*. Cambridge: Harvard University Press. Pg 233.
৫. Sen, Amartya. 1985. Well-Being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984, *The Journal of Philosophy*. Vol. 82: 195.

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। ১৩৬১, সাম্য। *বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড:* ৩৮১- ৪০৬।

২. Aristotle, 1902. *Nicomachean Ethics*. Trans. J. E. C. Welldon, London: Macmillan and Co. Limited.

৩. Ball, Stephen M. 1986 'Economic Equality: Rawls Versus Utilitarianism', *Economics and Philosophy*, Vol.2: 225 -244.

৪. Daniels, Norman, 1990, 'Equality of What: Welfare, Resources, or Capabilities?', *Philosophy and Phenomenological Research*, Vol. 50: 273 -296.

৫. Dworkin, Ronald. 1981. 'What is Equality? Part 2: Equality of Resources', *Philosophy & Public Affairs,* Vol. 10: 283-345.

৬. Laski, Harold J., 2015, *A Grammar of Politics,* Oxon: Routledge.

৭. Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press.

৮. Rawls, John, 1993, *Political liberalism*, New York: Columbia University Press.

৯. Rawls, John, 1971, *Justice as Fairness: A Restatement,* ed. Erin Kelly, Cambridge: Harvard University Press.

১০. Rawls, John, 1984, 'Social Unity and Primary Goods', in *Utilitarianism and Beyond*, ed. Sen and Williams, Cambridge: Cambridge University Press.

১১. Sen, Amartya, 1980, 'Equality of what?', in *The Tanner Lecture on Human Values,* ed. S.M. McMurring, Cambridge: Cambridge University Press.

১২. Sen, Amartya. 2009, *The Idea of Justice*, Cambridge: Harvard University Press.

১৩. Sen, Amartya. 1985. Well-Being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984, *The Journal of Philosophy*, Vol. 82: 169-221.